দৈনিক
ভোরের কাগজ

তারিখ 09 FEB 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র দফায় দফায় ফাঁস হলেও মূল হোতারা চিহ্নিত হচ্ছে না

গাজীপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ দফায় দফায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় দেশ জুড়ে তোলপাড় হলেও ঘটনার সঙ্গে জড়িত সিন্ডিকেটের মূল হোতাদের এখনও চিহ্নিত করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। ফলে বার বার রহস্যজনক প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ও এর তদন্ত নিয়ে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও পরীক্ষার্থীদের এজন্য গচ্চা দিতে হয়েছে কয়েক লাখ টাকা ও মূল্যবান সময়।

জানাগেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় ৯০টি বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিটি পরীক্ষার জন্য ব্যয় হয় বিপুল অঙ্কের টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স পার্ট-২ শাখার ইংরেজী আবশ্যিক (নতুন সিলেবাস অনুযায়ী) বিষয়ের পরীক্ষা গত ১১ নবেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগে কর্তৃপক্ষ তা বাতিল করে। এ ছাড়াও প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে পারে এমন অভিযোগে একই শাখার পুরনো সিলেবাসের ইংরেজী আবশ্যিক

(১১- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের

(প্রথম পাতার পর)

পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। ওই পরীক্ষা দু'টি ১২ ও ১৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়। ইতোমধ্যে গত ২ জানুয়ারি তারিখের অনার্স পার্ট-২ শাখার ব্যবসায়িক গণিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিপাকে পড়ে। ফলে প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান তাৎক্ষণিক প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ ইবরাহিমকে সাময়িক বরখাস্ত করেন। কিন্তু এ ঘটনায় পরীক্ষা বাতিল করা হয়নি। এমন কি মোহাম্মদ ইবরাহিমকে দোষারোপও করা হয়নি। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পদ থেকে মোহাম্মদ ইবরাহিমকে সাময়িক বরখাস্তের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করে ওই পদে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত এক কর্মকর্তাকে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এদিকে অনার্স পার্ট-২ শাখার ইংরেজী আবশ্যিক পরীক্ষার (নতুন ও পুরনো সিলেবাসের) প্রশ্নপত্র আবারও ফাঁস হওয়ার অভিযোগ ওঠে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে ট্রেজারিতে রাখা মূল প্রশ্নপত্রের কিছুটা মিল পাওয়ায় ভারপ্রাপ্ত ভিসি ১১ জানুয়ারি অর্থাৎ পরীক্ষার পূর্ব রাতে ১২ ও ১৩ জানুয়ারি পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা দেন। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং বার বার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, অবরোধ ও ভাঙচুর করে। স্থগিতকৃত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়। ১২ ও ১৩ জানুয়ারি তারিখের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত শেষে কমিটি ২৮ জানুয়ারি অর্থাৎ সর্বশেষ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পূর্বরাতে রিপোর্ট দাখিল করে।

সূত্র জানায় তদন্ত রিপোর্টে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কাউকে অভিযুক্ত ও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। তবে সংশ্লিষ্ট শাখার কিছু দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত কারও বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সর্বশেষ ঘোষিত ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আগের দিন আবারও প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লেও নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবসায়িক গণিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় এক কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলেও অনার্স পার্ট-২ শাখার ইংরেজী আবশ্যিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট শাখার কারও বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ইতোমধ্যে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, পরীক্ষার্থীসহ বিভিন্ন মহলকে খেসারত দিতে হয়েছে বিপুল অঙ্কের টাকা। পরীক্ষার্থীরা পড়েছে সেশন জটে। এদিকে বার বার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনার প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলরের—'এখন থেকে আর প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে না, যদি হয় তাহলে আমি পদত্যাগ করব'—এই ঘোষণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও পরীক্ষার্থীদের মাঝে কিছুটা স্বস্তি এলেও তারা উচ্চ পর্যায়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছে।